ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন

সার-সংক্ষেপ

৫ আগস্ট ২০২১

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষক
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)*
ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)*
কুমার বিশ্বজিত দাস, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সব মুখ্য তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান সময় ও মতামত দিয়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা - ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন

সার-সংক্ষেপ

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তথ্য অধিকার। জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদেও তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৬৬ (অনুচ্ছেদ ১৯), এবং জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ ২০০৫ [অনুচ্ছেদ ১০ (৩)]। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬-তে উল্লিখিত টেকসই উন্নয়নসহ সর্বস্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তথ্যে প্রবেশগম্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এসডিজি ১৬.১০-এ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ আইনে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য হয় এভাবে সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণীত হয়। এই প্রবিধানমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত, এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও এর আওতাভুক্ত কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও পদ্ধতি অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও হালনাগাদ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন ও জবাবদিহিতা অর্জন করা টিআইবি'র একটি কৌশল। 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়নে টিআইবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, এবং আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। ইতিপূর্বে টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করে ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে উৎসাহিত করাসহ বিভিন্ন অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের এক দশক অতিক্রান্ত হলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা সুনির্দিষ্ট গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। উল্লেখ্য, গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিং-এ ১২৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২৬তম হলেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি এখনো উল্লেখযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রকাশ চর্চার দৃষ্টান্ত এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাবকে বিবেচনায় রেখে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চার মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে গবেষণাটির উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রার তারতম্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থানের র‍্যাংকিং করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে -

১. তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা;
২. ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের র‍্যাংকিং করা;
৩. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা; এবং
৪. চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার পরিধি

তথ্য অধিকার আইনের আলোকে বাছাইকৃত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়সহ এদের অধিভুক্ত জনগণের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরসহ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও'কে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই এমন তথ্য পর্যবেক্ষণ এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়।

গবেষণা পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি: এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা, যেখানে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও এর বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট নথি/ প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি ১.১: গবেষণার তথ্যের ধরন, উৎস ও পদ্ধতি

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতা/ উৎস	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম
প্রত্যক্ষ তথ্য	ওয়েবসাইট জরিপ	নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নির্দেশক অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ডিভাইস থেকে ওয়েবসাইটে অভিগম্যতা পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট
	মুখ্য তথ্যদাতার সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা	চেকলিস্ট
পরোক্ষ তথ্য	নথি পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট নথি/ প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি	-

প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের শর্ত ও পদ্ধতি: সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ; জনগণের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, বোর্ড, ব্যুরো; সাংবিধানিক/ সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, সংস্থা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এরপর তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। সবশেষে প্রতিটি শ্রেণি থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫০% প্রতিষ্ঠান নমুনায়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নমুনায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অনুদানপ্রাপ্ত (বৈদেশিক অনুদানের ভিত্তিতে) ১০০টি এনজিওর তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর এই তালিকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়ন (সেবা ও অধিপরামর্শ প্রদানকারী উভয় ধরনের এনজিও) করা হয়েছে (সারণি ১.২)। তবে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সরকারি ১৫৩টি প্রতিষ্ঠান ও ৩৯টি এনজিওর, মোট ১৯২টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১.২: নমুনায়ন

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ধরন	তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)	নমুনায়িত প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৫৭	৪৯*
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান (অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, বোর্ড, ব্যুরো)	৯০	৪৯
সাংবিধানিক/ সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (কমিশন, কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন)	৫৮	২৯
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, সংস্থা ও লিমিটেড কোম্পানি	৪৪	৩১
এনজিও	১০০	৪৯**
মোট	**৩৪৯**	**২০৭**

** সকল মন্ত্রণালয় (৪০টি) নমুনায় অন্তর্ভুক্ত।*

*** জাতীয় ২৭টি ও আন্তর্জাতিক ২২টি।*

বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহকে মোট তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা ২০১০ এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০১৪ অনুযায়ী গবেষণার নির্দেশকসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১.৩: গবেষণার ক্ষেত্র ও নির্দেশকসমূহ

ক্ষেত্র	নির্দেশক
তথ্যের ব্যাপ্তি	১. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২. দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৩. আপিল কর্মকর্তার নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৪. অভিযোগ দায়ের করার জন্য তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাদের নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৫. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর ৬. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ৭. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দায়িত্ব ৮. প্রশাসনিক কার্যক্রমের তালিকা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ ৯. পরামর্শক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ১০. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ১১. সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা, নীতিমালা, ম্যানুয়াল ১২. বার্ষিক প্রতিবেদন ১৩. বাজেট বরাদ্দ/পরিকল্পনা ১৪. নিরীক্ষা প্রতিবেদন ১৫. সেবার ফি, সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও সময়সীমার বিস্তারিত বিবরণ ১৬. নাগরিক সনদ ১৭. মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন তথ্য ১৮. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে প্রদানকৃত তথ্যের হালনাগাদ বিবরণ ১৯. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা বা কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য
তথ্যে প্রবেশগম্যতা	১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বা পোর্টালে প্রকাশিত তথ্যে সহজে প্রবেশগম্যতা ২. যেকোনো ডিভাইসের মাধ্যমে প্রবেশগম্যতা ৩. নথিতে ব্যবহৃত ফন্ট বা ছবির প্রাপ্যতা ৪. নথিসমূহ ডাউনলোড সম্পর্কিত সুবিধা
তথ্যের উপযোগিতা	১. তথ্য প্রকাশের সময় ও তথ্য হালনাগাদকরণ ২. তথ্যের ব্যবহার উপযোগিতা

ক্ষেত্র ও নির্দশকভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের স্কোরিং

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে স্কোরিং করা হয়েছে। নির্ধারিত তিনটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত মোট ২৫টি নির্দেশকে (তথ্যের ব্যাপ্তিতে ১৯টি, প্রবেশগম্যতায় ৪টি ও উপযোগিতায় ২টি নির্দেশক) তথ্য প্রকাশের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রত্যেক নির্দেশকের জন্য পূর্ব নির্ধারিত শর্ত বা কোড অনুযায়ী (উচ্চ = ২; মধ্যম = ১; নিম্ন = ০ স্কেলে) স্কোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মোট স্কোর পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রযোজ্য সবগুলো নির্দেশকের স্কোর যোগ করা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মোট স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো নির্দেশকের স্কোর করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মোট সর্বোচ্চ স্কোরের (২৫টি নির্দেশকে সর্বোচ্চ মোট স্কোর ৫০) সাপেক্ষে প্রাপ্ত স্কোরের শতকরা হার বের করা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো নির্দেশক প্রযোজ্য না হলে সেই নির্দেশকে কোনো স্কোর দেওয়া হয় নি, এবং তা মোট স্কোর ও শতকরা হার থেকে বাদ রাখা হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সকল নির্দেশকের ভর বিবেচনায় সার্বিক স্কোর নিরূপণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত চূড়ান্ত স্কোরের শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি গ্রেডিংকে (সন্তোষজনক, অপর্যাপ্ত, উদ্বেগজনক) তিনটি রংয়ের মাধ্যমে (সবুজ, হলুদ ও লাল) উপস্থাপন করা হয়েছে (সারণি ১.৪)।

তথ্য সংগ্রহকাল

আগস্ট ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই করে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সারণি ১.৪: প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং

গ্রেডিং	প্রাপ্ত স্কোরের শতকরা হার	রংয়ের নাম	ব্যবহৃত রং
সন্তোষজনক	৬৭% - ১০০%	সবুজ	
অপর্যাপ্ত	৩৪% - ৬৬%	হলুদ	
উদ্বেগজনক	০%- ৩৩%	লাল	

তথ্য প্রকাশে গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এছাড়া তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এটুআই প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় ২০১০ সালে জেলা তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের সূচনা করে। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সরকারি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ন্যাশনাল পোর্টাল ফরমেট' নামে অভিন্ন কাঠামো তৈরি করা হয়। তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার দৃষ্টান্তও দেখা যায়। যেমন, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পাশাপাশি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার তালিকা, প্রয়োজনীয় ফরমেট এবং কমিশনের কার্যক্রমের নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। জাতীয় ওয়েব পোর্টালের 'জেলা তথ্য বাতায়ন'-এর মাধ্যমেও বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণসহ 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি

এই গবেষণায় প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সরকারি ১৫৩টি প্রতিষ্ঠান ও ৩৯টি এনজিও, মোট ১৯২টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৭৬ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ২৪ শতাংশ এনজিও। সরকারি ও আইনের আওতাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ (৩১%); মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান (৩১%), সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (১৮.৪%) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি ইত্যাদি) (১৯.৬%)। অন্যদিকে এনজিও'র মধ্যে ৪৪ শতাংশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এবং ৬৬ শতাংশ জাতীয় পর্যায়ের এনজিও। এনজিওদের কাজের ধরন অনুযায়ী, নমুনায়িত এনজিও'র মধ্যে ২২.২ শতাংশ এনজিও শুধু সেবা কার্যক্রম, ১৫.৬ শতাংশ এনজিও শুধু অধিপরামর্শ কার্যক্রম এবং ৬২.২ শতাংশ এনজিও এই উভয় ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সার্বিকভাবে নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৯২.৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট রয়েছে, ৭.২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের কোনো ওয়েবসাইট পাওয়া যায় নি। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩.২ শতাংশ এবং এনজিওদের ২০ শতাংশের কোনো ওয়েবসাইট পাওয়া যায় নি।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্কোর

নমুনায় অন্তর্ভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান সন্তোষজনক (৬৭% এর ওপর) স্কোর পেয়েছে; প্রায় ৮.৫ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্কোর উদ্বেগজনক। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রথম দশটি র‍্যাংক/অবস্থানে রয়েছে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান, যাদের প্রাপ্ত স্কোর ৩৩ থেকে ৪২ এর মধ্যে। প্রথম স্থানে সার্বিকভাবে ৪২ স্কোর (৮৪ শতাংশ) পেয়ে যুগ্মভাবে রয়েছে খাদ্যমন্ত্রণালয়, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয় স্থানে মহিলা ও শিশু বিয়ক মন্ত্রণালয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যুগ্মভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেতু বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - মাদ্রাসা বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সার্বিকভাবে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বনিম্ন ৪ স্কোর (৮ শতাংশ) পেয়েছে আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ। কোনো এনজিও-ই প্রথম দশ অবস্থানে নেই। যুগ্মভাবে বেশ কয়েকটি করে প্রতিষ্ঠান একই স্কোর পেয়ে একই র‍্যাংকে অবস্থান করছে।

অন্যদিকে কোনো এনজিও-ই সন্তোষজনক স্কোর পায় নি; ৯৪.৯ শতাংশ এনজিও'র স্কোর উদ্বেগজনক। এনজিওদের মধ্যে প্রথম দশটি অবস্থানে রয়েছে ১৯টি প্রতিষ্ঠান, যাদের প্রাপ্ত স্কোর ৭ থেকে ২২ এর মধ্যে। সর্বোচ্চ স্কোর ২২ (৪৪ শতাংশ) পেয়ে প্রথম স্থানে আছে একটি জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশাল ট্রান্সফরমেশন, দ্বিতীয় অবস্থানে ঢাকা আহসানিয়া মিশন ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র। প্রথম ১০টি অবস্থানের মধ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক এনজিও, এবং তালিকার বাকি সকল ওয়েবসাইট জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র।

উদ্বেগজনক গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৮ (শতকরা হার ১৫), অপর্যাপ্ত গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২৭ (শতকরা হার ৫৪), এবং সন্তোষজনক গ্রেডিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩৭ (শতকরা হার ৭৫)।

সার্বিকভাবে দেখা যায় অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এনজিও'র থেকে তুলনামূলক ভাল স্কোর পেয়েছে। অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ডিজাইন এবং প্রকাশিত তথ্যের ধরন খুব কাছাকাছি। কিন্তু এনজিও'র ক্ষেত্রে এরকম একক কোনো ডিজাইন/ ফরমেট দেখা যায় না। এছাড়া এখনও এনজিও'র ক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ প্রকাশের চর্চা ও দৃষ্টান্তের ঘাটতি লক্ষণীয়।

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে ও নির্দেশকের ক্ষেত্রভেদে গ্রেডিং

নমুনায়িত প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দেখা যায়, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিকাংশ ওয়েবসাইট সন্তোষজনক গ্রেডিং এ রয়েছে। অন্যান্য সরকারি ও আইনের আওতাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান অপর্যাপ্ত অবস্থায় থাকলেও অধিকাংশ এনজিও'র গ্রেডিং উদ্বেগজনক।

সারণি ১: প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনভেদে সার্বিকভাবে গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৭৫.৫	২৪.৫	-
মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান	১৭.৪	৭৬.১	৬.৫
সাংবিধানিক/সংবিধিবদ্ধ/ বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	৪০.৭	৪৮.১	১১.২
সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত *সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, পাবলিক কোম্পানি ইত্যাদি*	৩.২	৭৪.২	২২.৬
এনজিও	-	৫.১	৯৪.৯
সার্বিক	৩০.৬	৪৪.০	২৫.৪

নমুনায়িত সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে তথ্যের ব্যাপ্তি, প্রবেশগম্যতা ও উপযোগিতার প্রেক্ষিতে সার্বিকভাবে সর্বোচ্চ ৪৪.৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের অবস্থা অপর্যাপ্ত যেখানে ওয়েবসাইটসমূহ ৩৪ - ৬৬ শতাংশ স্কোর পেয়েছে।

চিত্র ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত গ্রেডিংয়ের বিন্যাস

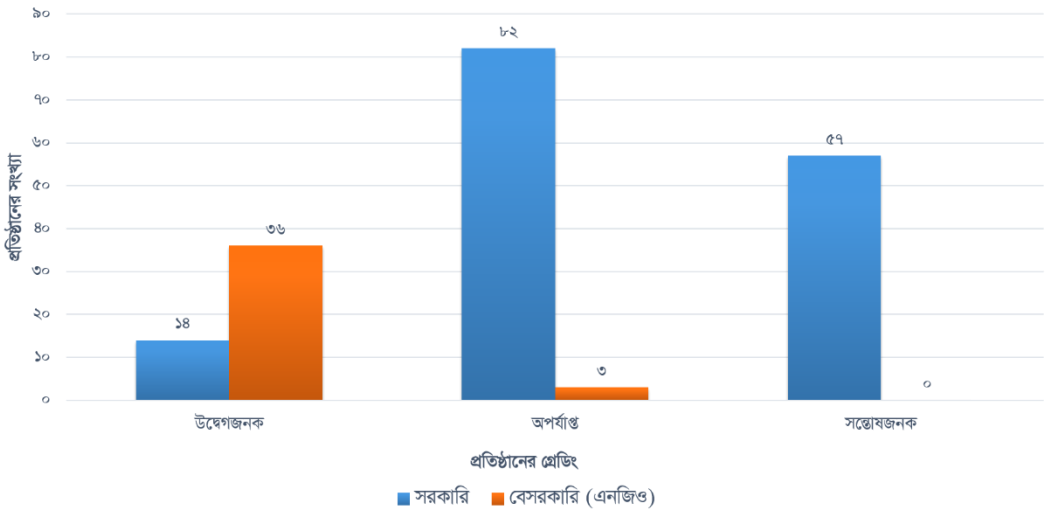

সারণি ২: ক্ষেত্রভেদে নমুনায়িত সকল প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং (প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার)

ক্ষেত্র	সন্তোষজনক (৬৭ - ১০০)%	অপর্যাপ্ত (৩৪ - ৬৬)%	উদ্বেগজনক (০ - ৩৩)%
তথ্যের ব্যাপ্তি	২২.৮	৪৫.৬	৩১.৬
তথ্যে প্রবেশগম্যতা	৭৭.২	২১.২	১.৬
তথ্যের উপযোগিতা	০.৬	৬৪.২	৩৫.২
সার্বিক	৩০.৭	৪৪.৩	২৫.০

নির্দেশকের ধরনভেদে প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য প্রকাশের ব্যাপ্তি ও মাত্রা

নমুনায়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে নির্দেশকসমূহের মধ্যে ১১টি নির্দেশকে ৫০ শতাংশ বা তার অধিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর উচ্চ, মাত্র একটি নির্দেশকে ৭৬.৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর মধ্যম এবং ৫টি নির্দেশকে ৫০ শতাংশ বা তার অধিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোর নিম্ন। অন্যদিকে, একটি ব্যতিত সকল নির্দেশকসমূহে অধিকাংশ এনজিও'র প্রাপ্ত স্কোর নিম্ন এবং এই নির্দেশকগুলোর মধ্যে ৫টি নির্দেশকে সরকারি অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের স্কোরও নিম্ন।

নির্দেশকের ধরনভেদে সরকরি ও এনজিও'র ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের মাত্রা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের মাত্রা অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের (যথাক্রমে ৫৪.৯% এবং ৫৯.৪%) ওয়েবসাইটে সন্তোষজনক। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে (৪৫.৮%) অপর্যাপ্ত এবং কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের মাত্রা অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে (৫৪.২%) উদ্বেগজনক। অধিকাংশ এনজিও'র (৮০% এর অধিক) ওয়েবসাইটে নির্দেশকের ধরনভেদে সকল ধরনের তথ্য প্রকাশের মাত্রা উদ্বেগজনক।

কোভিড সংশ্লিষ্ট কোনো সরাসরি সেবা বা সম্পৃক্ততা যেসব প্রতিষ্ঠানে নেই তারা তাদের ওয়েবসাইটে সেভাবে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেয় নি। তবে সরকারের সাধারণ নির্দেশনা হোম পেইজে প্রদর্শিত হয়েছে। সরকারের সাধারণ নির্দেশনার পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠানের (স্বাস্থ্যসেবা, বেসরকারি বিমান চলাচল, পর্যটন ইত্যাদি) ওয়েবসাইটে সরাসরি কোভিড সম্পর্কিত প্রদেয় সেবা বা কোনো নির্দেশনা প্রদর্শিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি সরকারের পক্ষ থেকে ছিল না। এনজিও'র ক্ষেত্রে কোভিডের কারণে ফিল্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ সমস্যা হওয়ায় তথ্য হালনাগাদ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে যাতায়াত বন্ধ থাকায় অনেক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। তবে এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্নভাবে তথ্য হালনাগাদের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সারণি ৩: একনজরে প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চা ও চ্যালেঞ্জ

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সম্ভাবনা	চ্যালেঞ্জ
সরকারি প্রতিষ্ঠান	• ওয়েবসাইটের বাইরে অফিস প্রাঙ্গণে বোর্ড, সিটিজেন চার্টার, বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ • সোশ্যাল নেটওয়ার্ক (ফেসবুক), পোস্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য প্রকাশ • প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ডিজাইন একই রকম যেখানে বিধিমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী তথ্যের ধরন বিন্যস্ত • তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের জন্য অধিকাংশ দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইটি/এমআইএস টিম	• হালনাগাদ তথ্য নির্দিষ্ট আইকনে আপলোড করার ক্ষেত্রে কার্যকর তদারকির ঘাটতি • সমন্বয়ের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ও আপলোড নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি • ওয়েবসাইটে তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্য কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা তুলনামূলক কম • অনেক ক্ষেত্রে আইটি বিভাগে ওয়েবসাইটের জন্য নির্দিষ্ট কর্মী না থাকা; যারা থাকেন তাদের অনেকের দক্ষতার ঘাটতি
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)	• বার্ষিক প্রতিবেদন, কার্যালয়ের নোটিস বোর্ড, লিফলেট, ব্রোসিওর ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ • কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন ডিসি'র কার্যালয়ে প্রতিমাসে এবং প্রতিবছরে জমা প্রদান • কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে নতুন ওয়েবসাইট তৈরির কাজ চলমান যা আরও তথ্যবহুল করার পরিকল্পনা	• অধিকাংশ ওয়েবসাইট ইংরেজিতে; তবে কোনো কোনো এনজিও'র কিছু তথ্য বাংলায় উপস্থাপিত • আন্তর্জাতিক এনজিও'র নিজস্ব ও পৃথক ওয়েবসাইটের ঘাটতি • আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কার্যক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটের পেইজে বিধি অনুযায়ী তথ্যের ধরন/ প্রকার অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি • ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের বিধিমালা সম্পর্কে অধিকাংশ এনজিও'র তথ্য কর্মকর্তার ওয়াকিবহাল না থাকা; ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও নির্দেশনার ঘাটতি • অনেক ক্ষেত্রে ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনায় আইটি বিভাগের দক্ষতার ঘাটতি • কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন ডিসি'র কার্যালয়ে প্রতিমাসে এবং প্রতিবছরে জমা প্রদানের অজুহাতে ওয়েবসাইটে এই সকল তথ্য প্রকাশে উদ্যোগের ঘাটতি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তথ্যের প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থা লক্ষ করা গেলেও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে কার্যকর উদ্যোগ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী অনেক তথ্য প্রকাশিত হলেও তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস, বিস্তৃতি ও সহজলভ্য তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি লক্ষণীয়। এছাড়া, ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতিও লক্ষণীয়।

সার্বিকভাবে বলা যায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যমের সমন্বিত প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। আইন ও বিভিন্ন বিধিমালার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলেও তার চর্চা আরও কার্যকর ও জনমুখী করার সুযোগ রয়েছে।

সুপারিশ

তথ্যের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ

১. কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করতে হবে। নির্দেশিকার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

২. বিধি অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্য গুরুত্ব সহকারে প্রকাশে আরও উদ্যোগী হতে হবে -

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
- সেবা ও সেবা প্রদানকারীর তথ্য
- কর্মকর্তা কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব
- সভার সিদ্ধান্ত
- বার্ষিক বাজেট
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে কতজন, কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য।

৩. তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনকৃত তথ্যের ধরন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তথ্যের ঘাটতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণের ও তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত তথ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিযোগ দায়েরের জন্য ওয়েবপেইজে সুনির্দিষ্ট স্থান রাখতে হবে এবং অনলাইনের মাধ্যমে কার্যকর নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ

৫. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচলিত ফন্টে (ইউনিকোড) প্রকাশ করতে হবে।

৬. ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনবলের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

৭. এনজিও পর্যায়ে ওয়েবসাইটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীসহ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

তথ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ

৮. ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদকরণের তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

৯. প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করতে হবে; ওয়েবসাইটকে প্রতিবন্ধিবান্ধব করার উদ্দেশ্যে ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

সার্বিক সমন্বয় সংক্রান্ত সুপারিশ

১০. প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার অ্যাক্টিভিস্ট ও গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে সমন্বিত প্রচারণার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও তদারকি বাড়াতে হবে। তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

পরিশিষ্ট: নমুনায়িত সকল প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১.	১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
২.		পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
৩.		পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪২	৮৪
৪.	২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪১	৮২
৫.	৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৬.		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৭.		বাংলাদেশ সেতু বিভাগ	সরকারি	৪০	৮০
৮.		প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
৯.		শিক্ষা মন্ত্রণালয় - মাদ্রাসা বোর্ড	সরকারি	৪০	৮০
১০.		শিল্প মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
১১.		সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৪০	৮০
১২.	৪	বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৩.		সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৪.		ভূমি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৫.		ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৬.		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৭.		নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৯	৭৮
১৮.		জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৯	৭৮
১৯.		ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	সরকারি	৩৯	৭৮
২০.	৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৮	৭৬
২১.		অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
২২.		পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
২৩.		তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সরকারি	৩৮	৭৬
২৪.		সমাজসেবা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৮	৭৬
২৫.		যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও ফার্মস নিবন্ধক	সরকারি	৩৮	৭৬
২৬.		রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৮	৭৬
২৭.		বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	সরকারি	৩৮	৭৬
২৮.	৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
২৯.		রেলপথ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
৩০.		বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৭	৭৪
৩১.		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৭	৭৪
৩২.		শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	সরকারি	৩৭	৭৪
৩৩.	৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৪.		পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৫.		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৬.		ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৩৭.		বিদ্যুৎ বিভাগ	সরকারি	৩৬	৭২
৩৮.		স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সরকারি	৩৬	৭২
৩৯.		নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সরকারি	৩৬	৭২
৪০.		পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সরকারি	৩৬	৭২
৪১.		ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়	সরকারি	৩৬	৭২
৪২.		বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সরকারি	৩৬	৭২
৪৩.	৮	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ)	সরকারি	৩৫	৭০
৪৪.		অর্থ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৫	৭০
৪৫.		যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৫	৭০

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
৪৬.		চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৫	৭০
৪৭.		বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	সরকারি	৩৫	৭০
৪৮.		বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন	সরকারি	৩৫	৭০
৪৯.		তথ্য কমিশন	সরকারি	৩৫	৭০
৫০.	৯	তথ্য মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৪	৬৮
৫১.		আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৪	৬৮
৫২.		পরিকল্পনা বিভাগ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৩.		সড়ক পরিবহন ও সহাসড়ক বিভাগ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৪.		শ্রম অধিদপ্তর	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৫.		বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৬.		বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৭.		টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩৪	৬৮
৫৮.	১০	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩৩	৬৬
৫৯.		কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬০.		বন অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬১.		ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬২.		টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৩.		প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৪.		বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৫.		বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৬.		ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৭.		বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৮.		বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	সরকারি	৩৩	৬৬
৬৯.		বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সরকারি	৩৩	৬৬
৭০.	১১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩২	৬৪
৭১.		মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩২	৬৪
৭২.		মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সরকারি	৩২	৬৪
৭৩.		খাদ্য অধিদপ্তর	সরকারি	৩২	৬৪
৭৪.		বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	সরকারি	৩২	৬৪
৭৫.		এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সরকারি	৩২	৬৪
৭৬.		বাংলাদেশ টেলিভিশন	সরকারি	৩২	৬৪
৭৭.		জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	সরকারি	৩২	৬৪
৭৮.		পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সরকারি	৩২	৬৪
৭৯.		নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সরকারি	৩২	৬৪
৮০.	১২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩১	৬২
৮১.		ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩১	৬২
৮২.		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩১	৬২
৮৩.		মৎস্য অধিদপ্তর	সরকারি	৩১	৬২
৮৪.		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সরকারি	৩১	৬২
৮৫.		জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	সরকারি	৩১	৬২
৮৬.		ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	৩১	৬২
৮৭.		বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	সরকারি	৩১	৬২
৮৮.		ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সরকারি	৩১	৬২
৮৯.		দুর্নীতি দমন কমিশন	সরকারি	৩০	৬০
৯০.	১৩	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সরকারি	৩০	৬০
৯১.		শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সরকারি	৩০	৬০
৯২.		বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সরকারি	৩০	৬০

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
৯৩.		বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	৩০	৬০
৯৪.		বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	সরকারি	৩০	৬০
৯৫.		কৃষি তথ্য সার্ভিস	সরকারি	৩০	৬০
৯৬.	১৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	২৯	৫৮
৯৭.		গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	সরকারি	২৯	৫৮
৯৮.		স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সরকারি	২৯	৫৮
৯৯.		বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	সরকারি	২৯	৫৮
১০০.		রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি	২৯	৫৮
১০১.		বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন	সরকারি	২৯	৫৮
১০২.	১৫	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	সরকারি	২৮	৫৬
১০৩.	১৬	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সরকারি	২৭	৫৪
১০৪.		বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	২৭	৫৪
১০৫.		আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর	সরকারি	২৭	৫৪
১০৬.		বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	সরকারি	২৭	৫৪
১০৭.		বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	সরকারি	২৭	৫৪
১০৮.		বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২৭	৫৪
১০৯.		পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২৭	৫৪
১১০.		বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড	সরকারি	২৭	৫৪
১১১.	১৭	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সরকারি	২৬	৫২
১১২.		প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	সরকারি	২৬	৫২
১১৩.		সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২৬	৫২
১১৪.		জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সরকারি	২৬	৫২
১১৫.	১৮	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	সরকারি	২৫	৫০
১১৬.		ভূমি আপিল বোর্ড	সরকারি	২৫	৫০
১১৭.		বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	সরকারি	২৫	৫০
১১৮.	১৯	আইন ও বিচার বিভাগ	সরকারি	২৪	৪৮
১১৯.		পাট অধিদপ্তর	সরকারি	২৪	৪৮
১২০.		জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	সরকারি	২৪	৪৮
১২১.	২০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	২৩	৪৬
১২২.		বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন	সরকারি	২৩	৪৬
১২৩.		বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন	সরকারি	২৩	৪৬
১২৪.	২১	কারা অধিদপ্তর	সরকারি	২২	৪৪
১২৫.		নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	২২	৪৪
১২৬.		বাংলাদেশ স্কাউটস	সরকারি	২২	৪৪
১২৭.		ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	সরকারি	২২	৪৪
১২৮.		বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সরকারি	২২	৪৪
১২৯.		কোস্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্যোশাল ট্রান্সফরমেশন	এনজিও	২২	৪৪
১৩০.	২২	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	সরকারি	২১	৪২
১৩১.		তদন্ত সংস্থা আন্তঃঅপরাধ ট্রাইবুনাল	সরকারি	২১	৪২
১৩২.	২৩	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	সরকারি	২০	৪০
১৩৩.		বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল	সরকারি	২০	৪০
১৩৪.		প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সরকারি	২০	৪০
১৩৫.	২৪	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	সরকারি	১৯	৩৮
১৩৬.		ঢাকা আহসানিয়া মিশন	এনজিও	১৯	৩৮
১৩৭.	২৫	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর	সরকারি	১৮	৩৬
১৩৮.		বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	সরকারি	১৮	৩৬

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১৩৯.	২৬	প্রস্তাবিত উপকূলীয় ও চরভূমি পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিদপ্তর	সরকারি	১৭	৩৪
১৪০.		রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্য নিবন্ধন	সরকারি	১৭	৩৪
১৪১.		যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	সরকারি	১৭	৩৪
১৪২.		বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	সরকারি	১৭	৩৪
১৪৩.	২৭	পরিকল্পনা কমিশন	সরকারি	১৬	৩২
১৪৪.		গণ উন্নয়ন কেন্দ্র	এনজিও	১৬	৩২
১৪৫.	২৮	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সরকারি	১৫	৩০
১৪৬.		রিসোর্স ইন্টেগ্রেশন সেন্টার	সরকারি	১৫	৩০
১৪৭.		বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি	এনজিও	১৫	৩০
১৪৮.		বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ	এনজিও	১৫	৩০
১৪৯.	২৯	সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ	এনজিও	১৪	৩২
১৫০.	৩০	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড	সরকারি	১৩	২৬
১৫১.		নির্বাচন কমিশন	সরকারি	১৩	২৬
১৫২.	৩১	শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	সরকারি	১১	২২
১৫৩.		দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	এনজিও	১১	২২
১৫৪.	৩২	অ্যাকশন অন ডিস্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট	এনজিও	১০	২০
১৫৫.	৩৩	গ্লোবাল ওয়ান	এনজিও	৯	১৮
১৫৬.	৩৪	অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম	এনজিও	৮	১৭
১৫৭.		বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর	এনজিও	৮	১৬
১৫৮.		আইন কমিশন	সরকারি	৮	১৬
১৫৯.		কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	এনজিও	৭	১৫
১৬০.	৩৫	খ্রীস্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি	এনজিও	৭	১৫
১৬১.		মেরী স্টোপস বাংলাদেশ	এনজিও	৭	১৫
১৬২.		ইসলামিক রিলিফ ইউকে	এনজিও	৭	১৫
১৬৩.		বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড	সরকারি	৭	১৪
১৬৪.		বাংলাদেশ নৌ বাহিনী	সরকারি	৭	১৪
১৬৫.		শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	সরকারি	৭	১৪
১৬৬.		ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স ফর হেল্‌থ	সরকারি	৭	১৪
১৬৭.		ওয়ার্ল্ড রিনিউ	এনজিও	৭	১৪
১৬৮.		ইসলাহুল মুসলিমেন পরিষদ	এনজিও	৭	১৪
১৬৯.	৩৬	ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি	এনজিও	৬	১৩
১৭০.		সোসাইটি ফর সোশ্যাল এন্ড টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট	এনজিও	৬	১৩
১৭১.		ইন্টেগ্রেটেড সার্ভিসেস ফর ডেভেলপমেন্ট	এনজিও	৬	১৩
১৭২.		ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন	সরকারি	৬	১২
১৭৩.	৩৭	প্রজন্ম রিসার্চ ফাউন্ডেশন	এনজিও	৫	১২
১৭৪.		স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	এনজিও	৫	১০
১৭৫.		কমপ্যাশন বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০
১৭৬.		ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০
১৭৭.		মেডিসিন স্যানস ফ্রন্টিয়ার্স - হল্যান্ড	এনজিও	৫	১০
১৭৮.		অ্যাকশন কান্ট্রি লা ফেইম	এনজিও	৫	১০
১৭৯.		সেভ দ্যা চিল্ড্রেন	এনজিও	৫	১০
১৮০.		ফ্রেন্ডশিপ	এনজিও	৫	১০
১৮১.		স্মল কাইন্ডনেস বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০
১৮২.		বাসকো ফাউন্ডেশন	এনজিও	৫	১০
১৮৩.		হিউম্যান এইড এন্ড রিলিফ অর্গানাইজেশন	এনজিও	৫	১০
১৮৪.		ইসলামিক এইড বাংলাদেশ	এনজিও	৫	১০

ক্রম	র‍্যাংকিং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর	শতকরা হার
১৮৫.	**৩৮**	আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	এনজিও	৪	**৯**
১৮৬.		আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ	সরকারি	৪	**৮**
১৮৭.		কাতার চ্যারিটি	এনজিও	৪	**৮**
১৮৮.		হেলভেটাস ইন্টারন্যাশনাল	এনজিও	৪	**৮**
১৮৯.		সলিডারিটিস ইন্টারন্যাশনাল	এনজিও	৪	**৮**
১৯০.		প্রিপ ট্রাস্ট	এনজিও	৪	**৮**
১৯১.		গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	এনজিও	৪	**৮**
১৯২.		রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল	এনজিও	৪	**৮**